৫। "বনভূমির ওপারে কোন মনভূমি র দ'য়,
ফুসুর-ফাসুর ঘুসুর-ঘাসুর স্বপ্নে কথা হয়।"

ক) কোন কবিতায় কার লেখা?
খ) প্রসঙ্গ নির্দেশ কর।
গ) ছত্রগুলির তাৎপর্য বিচার কর। ১†১†৩

উত্তরঃ
ক) আলোচ্য ছত্রগুলি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "তিন পাহাড়ের কোলে" কবিতার থেকে গৃহীত।

খ) তিন পাহাড়ের কোলে বেড়াতে গিয়ে তিনজন যুবকের তিনজোড়া চোখ সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আটকে যায়। কবি তিন পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত ছত্রগুলির অবতারণা করেছেন ।

গ) কবি পাহাড়ের কোলে নাগরিক জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। শহরবাসীর জীবন যেন খাঁচায় বন্দী পাখির মতো। শহরের সেই বন্দী জীবনের ব্যস্ততা ও ভিড় থেকে মুক্তি পেতে তিন যুবক তিন পাহাড়ের কোলে বেড়াতে গেছেন। সেখানকার অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে তাঁরা মুগ্ধ হন। জনমানবহীন সেই স্টেশন, যেদিকে তাকানো যায় সেদিকে তৈরি কোনো পথ নেই। তাই এমন একটি জায়গায় এসে সকলে পথ হারায়। এছাড়া যেদিকে তাকানো যায় সেদিকে ঝরনা, কাঁদড়, টিলা ও পাথরের ছড়াছড়ি। তার মধ্যে দিয়ে অজানার পথ চলে গেছে । কবি কল্পনা করেছেন,বনভূমির পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে মনোভূমির দ'য় অর্থাৎ রূপকথার রাজ্যের উদয়। সেই রাজ্য কেবলই চর্ম-চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কল্পনেত্র দিয়ে তা দেখতে হয়। সেখানে অন্ধকারে ফুসুর-ফাসুর ও ঘুসুর-ঘাসুর শব্দ শোনা যায়, যে শব্দের পুরোটাই রূপক। যেন মনে হয় স্বপ্নে কারা কথা বলছে। ছত্রগুলির তাৎপর্য এখানেই।

৬। "পথ হারিয়ে যায় যেদিকে, সেদিকে পথ আছেই,
ঝরনা, কাঁদড়, টিলা, পাথর বনভূমির কাছেই।"

ক) কোন কবিতায় কার লেখা?
খ) প্রসঙ্গ নির্দেশ কর।
গ) ছত্রগুলির তাৎপর্য বিচার কর। ১†১†৩

উত্তরঃ
ক) আলোচ্য ছত্রগুলি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "তিন পাহাড়ের কোলে" কবিতার থেকে গৃহীত।

খ) তিন পাহাড়ের কোলে বেড়াতে গিয়ে কবি ও তাঁর দুজন সঙ্গীর তিনজোড়া চোখ সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আটকে যায়। কবি তিন পাহাড়ের অনিন্দ্যসুন্দর নিসর্গের বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত ছত্রগুলির অবতারণা করেছেন ।

গ) কবি পাহাড়ের কোলে নাগরিক জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। শহরবাসীর জীবন যেন খাঁচায় বন্দী পাখির মতো। শহরের সেই বন্দী জীবন, জীবনের ব্যস্ততা ও ভিড় থেকে মুক্তি পেতে তিন যুবক তিন পাহাড়ের কোলে বেড়াতে গেছেন। সেখানকার অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে তাঁরা মুগ্ধ হন। জনমানবহীন সেই স্টেশন, যেদিকে তাকানো যায় সেদিকে মনুষ্যচিহ্নের লেশমাত্র নেই, এমনকি কোনো কৃত্রিম পথও নেই। তাই এমন একটি জায়গা যেকোনো পথহারা মানুষকে যেন নতুন পথ দেখায়। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকে ঝরনা, কাঁদড়, টিলা ও পাথরের অপ্রতুল সমাহার। তার মধ্যে দিয়ে অজানা - অচেনার পথ চলে গেছে। যেন কবি ও কবিবন্ধুদের হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠছিল সলিল চৌধুরীর সেই অমর কথা-সুর ,

"পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি,
সোজা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি।"